দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

05 2002

খুলনা ভার্সিটির সব বিভাগে মাস্টার্স কোর্স চালু হবে

খুলনা ব্যুরো ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ডিসিপ্লিনের পর্যায়ক্রমে মাস্টার্স কোর্স চালু করা হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ল্যাব চালুর চিন্তা-ভাবনা চলছে। যেখানে সব ডিসিপ্লিন এক সাথে কাজ করতে পারবে। ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে এ ল্যাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর সৈয়দ জাবিদ হোসাইন গত মঙ্গলবার ফার্মেসী ডিসিপ্লিনের প্রথম ব্যাচের চার বছর কোর্স সমাপনান্তে বিদায়ী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। ডিসিপ্লিন প্রধান ড. মোঃ মোকাদ্দেজ সরদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জীববিজ্ঞান স্কুলের ডীন প্রফেসর ড. খায়রুল আজম।

প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় আরো বলেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। অত্যাধুনিক লাইব্রেরী নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা চেয়ে ইতিমধ্যে ভিসি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পিসিপি জমা দিয়েছেন। এছাড়া ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষে খুব শীঘ্রই ব্যাকবোন নেটওয়ার্কের কাজ শুরু হবে। তিনি পেশাদারিত্ব, মেধা, ত্যাগ ও নিষ্ঠার দ্বারা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় প্রফেসর খায়রুল আজম প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের 'এ্যাম্বেসেডের' আখ্যায়িত করে বলেন, এখন থেকে দেশে-বিদেশে তাদেরকেই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ফার্মেসী ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক, মোস্তাফিজুর রহমান, গোলাম হোসেন, ফিরোজ আহমেদ, প্রভাষক মাহবুবুল আলম ও মঞ্জুর মোরশেদ। বিদায়ী শিক্ষার্থীদের পক্ষে সুব্রত কুমার বিশ্বাস, হারুনুর রশীদ পলাশ, উৎপল কুমার ও দিপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এবং প্রথম বর্ষের প্রণয় দ্বীপ বিশ্বাস, দ্বিতীয় বর্ষের মিজানুর রহমান, তৃতীয় বর্ষের সাইফুল্লাহ আল মামুন ও ৪র্থ বর্ষের আমিরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ১৯৯৭ সালে ফার্মেসী ডিসিপ্লিনের যাত্রা শুরু হয়। যা বর্তমানে ১৬৯ জনে দাঁড়িয়েছে।